মর্ত্যে এলেন বিমলা...

এলাহাবাদে শুরু হয়েছে মাতৃ মূর্তির আরাধনা।

পুরীতে পূজিতা হচ্ছেন অপরূপা এই দেবীমূর্তি।

জয়পুরে সব সম্প্রদায়ের মানুষই যোগ দিয়েছেন দুর্গোৎসবে।

রেল বার্তা

পুজো পরিষেবা দেখতে কালীঘাট ও দমদম স্টেশনে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার

পুজো পরিষেবা দেখতে সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে কালীঘাট স্টেশন ঘুরে দেখছেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বেশ চৌবে।

স্টাফ রিপোর্টার, ২৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বেশ চৌবে পঞ্চমীর দিন সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে কালীঘাট ও দমদম স্টেশন ঘুরে দেখলেন। মূলত পুজোর অতিরিক্ত চাপে যাত্রীদের ভিড় সামলানো, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি।

মেট্রো রেলের সিনিয়র অফিসারদের বেশকিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি। বিশেষ করে, কাউন্টারগুলি যাতে ঠিকমতো খোলা থাকে, ভিড়ের চাপ এড়াতে স্মার্ট গেটের মধ্যে দিয়ে যত বেশি সংখ্যক যাত্রীকে পাস করানো এবং মেট্রো রেলের আসা-যাওয়ার বিষয়ে ক্রমাগত ঘোষণা করার উপরেও জোর দেন তিনি। এছাড়া স্টেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলারও পরামর্শ দেন চৌবে। মানুষ উৎসবের দিনগুলিতে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে চান। সেই ব্যবস্থাই করেছে মেট্রো। কিন্তু তাদের হাতে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর মতো সময় থাকে না। তাই যত বেশি সংখ্যক কাউন্টার খুলে দ্রুত যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন চৌবে।

পূর্ব রেলের নতুন টাইম টেবিল

স্টাফ রিপোর্টার, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ও শহরতলিতে চলাচলকারী ট্রেনের সময়সীমা জানতে পূর্ব রেল ১ নভেম্বর, ২০১৭ থেকে নতুন টাইম টেবিল প্রকাশ করছে। 'ট্রেন অ্যাট এ গ্ল্যান্স' এদিনই বাজারে আসছে। আর রেলের বর্তমান টাইম টেবিল চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈধ থাকবে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরই এই টাইম টেবিল প্রকাশ করে থাকে। যাত্রীরা যাতে সহজেই বিভিন্ন ট্রেনের সময়সীমা জানতে পারেন সেজন্য প্রকাশ করা হয় এই টাইম টেবিল।

সোনারপুরে এবার রেল কোয়ার্টার্সে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলটি হয়েছে বুলেট ট্রেনের আদলে। উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জনসংযোগ অফিসার গীতা সরকার।

গাজিয়াবাদে শোরুম থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : গাজিয়াবাদে একটি শোরুম থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজেন্দ্র আগরওয়াল নামে ওই বৃদ্ধ সুপরিচিত ব্যবসায়ী। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তার বয়স হয়েছিল ৭৫। একটি শোরুমের মধ্যে পড়েছিল তাঁর মৃতদেহটি।

আগরওয়ালের মৃতদেহ সকালবেলায় শোরুম খোলার পর উদ্ধার করেন দোকানের কর্মীরা। বেশ কয়েকজন কর্মীর দাবি, সোমবার দোকান বন্ধের আগেই আগরওয়াল বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে তিনি কীভাবে দোকানে ফিরে এলেন? কে বা কারা তাঁকে হত্যা করল তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। রাজেন্দ্র আগরওয়াল বহু পুরনো ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁর কোনও শত্রু ছিল কি না, বা পরিবারের মধ্যে কেউ শত্রুতাবশত তাকে হত্যা করেছে কি না, সেদিকটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্যাটেল সম্প্রদায়ের ভোট টানতে পতিদার অধ্যুষিত অঞ্চলে রাহুলের প্রচার

জামনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর : গুজরাতে প্যাটেল সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাবশালী। সেখানে রাজ্য বিধানসভার ভোটে প্যাটেলদের সমর্থন যে কোন দলকেই লাভবান করে। এই প্যাটেলদের কথা মাথায় রেখেই আসন্ন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে পতিদার অধ্যুষিত এলাকা থেকে মঙ্গলবার কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি তাঁর প্রচার শুরু করে দিলেন। জামনগরে সোমবার তিনি পতিদার অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সভা করেন সেখানে ভালই সাড়া মিলেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পতিদারদের নেতা হার্দিক প্যাটেল তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। বুধবার সকালেই জামনগর ছেড়ে রাজকোটের উদ্দেশে রওনা দেন। দলের ছাত্রশাখা ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'র বেশকিছু সদস্য তাঁকে বিদায় জানান।

এনএসইউআই-এর সদস্যদের কাছে রাহুল গুজরাতে দলকে ক্ষমতায় আনতে কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন। গুজরাত এবং কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের পতন ত্বরান্বিত করতে কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বলেন, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় আসে, তবে গুজরাতের কংগ্রেস কর্মীরাই রাজ্য চালাবেন। দিল্লির নির্দেশে তাদের রাজ্য শাসন করতে হবে না। রাহুলের এই ইঙ্গিত যে কার দিকে সেকথা স্পষ্ট বোঝা যায়। যদিও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের তরফে এখন পর্যন্ত রাহুলের মন্তব্যের প্রতিবাদ শোনা যায়নি।

জামনগর থেকে রাজপুর যাওয়ার সময় ফাল্লা গ্রামের মানুষ কংগ্রেস সহ সভাপতিকে স্বাগত জানিয়ে 'জয় পতিদার', 'জয় সর্দার' স্লোগান তোলেন। বহু সাধারণ মানুষকেও দেখা যায়, এই স্লোগান দেওয়া টুপি পড়ে ঘুরতে। প্রসঙ্গত, তিন দিনের সফরে রাহুল গুজরাত এসেছেন। এই দফায় তিনি একাধিক গ্রাম ও শহরে যাবেন। এর মধ্যে ধ্রল ও টাঙ্কারা শহরগুলিও রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই শহরগুলিতে প্যাটেল সম্প্রদায়ের বাস বেশি হওয়ার কারণে রাহুল পতিদার ভোট টানতে সেখান থেকে প্রচার শুরু করলেন।

রাহুল পতিদার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যেভাবে সমর্থন পেয়েছেন, তাতে কংগ্রেস আশা করতেই পারে, চলতি বছরের শেষে বিধানসভা নির্বাচনে পতিদারদের ভোটব্যাঙ্ক উজাড় হয়ে পড়তে পারে কংগ্রেসের বাক্সে। সোমবার রাহুল এবারের সফরে প্রথম গুজরাতে আসেন। এবারের এই সফরে প্যাটেল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে রাহুল বিপুল সমর্থন ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন। কংগ্রেসের সহ সভাপতি দ্বারকায় নামার পরই হার্দিক প্যাটেল হিন্দিতে ট্যুইট করে কংগ্রেস সহ সভাপতিকে স্বাগত জানান। হার্দিক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্যাটেল সম্প্রদায়ের জন্য ওবিসি কোটার অধীনে সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া হয়েছে। কাজেই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে তারা সাহায্য করবে। রাহুল তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিজের রাজ্য গুজরাতে এসে বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বিমুদ্রাকরণ, জিএসটি, কৃষি নীতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুজরাত মডেলকে আক্রমণ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, দ্বারকা থেকে জামনগর পর্যন্ত সোমবারই প্রচার চালিয়ে প্যাটেলদের মধ্যে বিপুল সাড়া পান তিনি।

প্রসঙ্গত, গুজরাতে প্যাটেলরা অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় কংগ্রেসে অবহেলিত দাবি করে বল্লভভাই প্যাটেলের সুবিশাল মূর্তি বসিয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে প্যাটেলের সবসময় ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। কংগ্রেসের পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়াই যে তাঁর মূল লক্ষ্য, তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না। কিন্তু হার্দিক প্যাটেলের আন্দোলন এবং তাদের জন্য ওবিসি কোটায় সংরক্ষণ নিয়ে পতিদার অর্থাৎ প্যাটেলদের বিজেপি বিরোধিতাকে এখন পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় কংগ্রেস। আর সে কারণেই গুজরাত বিধানসভার ভোটে একটু আগেই তিনি মাঠে নেমে পড়লেন। আর পতিদারদের কাছ থেকে আদায় করে নিলেন ব্যাপক সমর্থন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সেনা পাঠাবে না ভারত : সীতারামন

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সেনা নিয়োগের কথা কার্যত উড়িয়ে দিলেন সদ্য নিযুক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সীতারামন এদিন বলেছেন, সেনা পাঠানোর পরিবর্তে ভারত বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে উন্নয়নমূলক কাজের প্রসার ঘটাবে। প্রসঙ্গত, ভারতের অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা তালিবানরাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই আফগানিস্তানে কাজ করছে। তারা স্কুল গড়া থেকে রেলপথের সম্প্রসারণ পর্যন্ত সব কাজই করে থাকে। নির্মলা সেইসব উন্নয়নমূলক কাজেরই আরও সম্প্রসারণের কথা শুনিয়েছেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিন জিম ম্যাটিস এখন দিল্লি সফর করছেন। মঙ্গলবার তিনি দেখা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময়ই ম্যাটিস জানতে চান, আফগানিস্তানে ভারত সেনা পাঠাচ্ছে কি না। ম্যাটিসের প্রশ্নের উত্তরে নির্মলা জানান, আফগানিস্তানের মাটিতে ভারতীয় জওয়ানদের বুটের শব্দ আর শোনা যাবে না। কারণ ভারত সেখানে সেনা পাঠাতে আগ্রহী নয়।

নির্মলা আরও বলেছেন, এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে নিয়মিত আলোচনা হয়। সন্ত্রাসবাদকে যারা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে ব্যবহার করছে, তাদেরও তীব্র নিন্দা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। পরে ম্যাটিস বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ জায়গা বলে কিছু নেই। বিশ্ব নেতারা একসঙ্গে বসে এই ধারণাকেও ভাঙতে চান। প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে ম্যাটিস দিল্লিতে নামেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য এই প্রথম ভারত সফরে এলেন।

জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য বলে যে এলাকাগুলি চিহ্নিত তার নিন্দা করে ম্যাটিস বলেন, বিশ্বের কোথাও জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য বলে কোনও জায়গাকে মেনে নেবেন না মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের আগস্ট মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর আফগান স্ট্র্যাটেজি প্রকাশ করেন। এই স্ট্র্যাটেজিতে পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশকে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিন্দা করা হয়। উল্লেখ্য, ভারত ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানকে ৩ বিলিয়ন সাহায্য দিয়েছে। আফগানিস্তানে সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য বিভাগকে ভারত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিপুল অর্থ খরচ করছে। আফগানিস্তানে অযথা সেনা পাঠিয়ে এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াতে রাজি নয় ভারত। বরং সেনা না পাঠিয়ে আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় অনেক বেশি আগ্রহী দিল্লি। আফগানিস্তানের মানুষ যাতে স্থিতিশীল পরিবেশ পান, সেদিকেই এখন নজর দিল্লির বলেও ম্যাটিসকে জানান নির্মলা সীতারামন।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে আরও এক অভিযুক্তের জামিন

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : মালেগাঁও বিস্ফোরণে আরও এক অভিযুক্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায়কে জামিন দিল বম্বে হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, গত আগস্টেই সুপ্রিম কোর্ট আরও এক অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিতকে (অবসরপ্রাপ্ত) জামিন দিয়েছে।

২০০৮ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় পুরোহিতকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মালেগাঁওয়ের নুরজি মসজিদের কাছে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়। সন্ধে নাগাদ ওই বিস্ফোরণ হওয়ায় প্রায় ১০০ জন আহত হন, ৭ জনের মৃত্যু হয়।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) আদালত গত ১৯ সেপ্টেম্বর এই বিস্ফোরণ মামলার অপর দুই অভিযুক্ত সুধাকর চতুর্বেদী এবং সুধাকর দ্বিবেদীকে জামিন দিয়েছে। মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের যোগ রয়েছে বলে পুলিশ দাবি করে। তদন্তের পরই ৭ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আরএসএস নেত্রী সাধ্বী ঠাকুর, প্রসাদ পুরোহিত এবং স্বামী দয়ানন্দ পান্ডে।

থানেতে শিশু বিক্রির চক্র ভাঙল পুলিশ, গ্রেফতার ৮
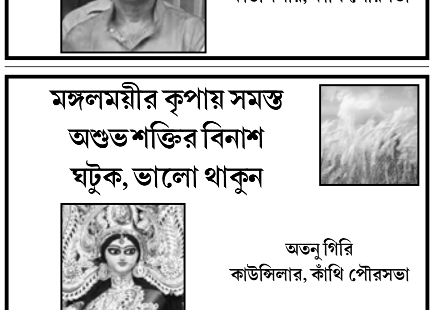
থানে, ২৬ সেপ্টেম্বর : থানে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ভেঙে দিল শিশু বিক্রির চক্র। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জন মহিলা। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে থানে পুলিশের অপরাধ শাখার একটি বিশেষ দল মুলন্দ চেক নাকায় একটি হোটেলের উপর কড়া নজর রাখছিল। এই নজর রাখতে গিয়েই পুলিশ একমাসের একটি শিশুকে নিয়ে এক পুরুষ এক মহিলাকে হোটেলে ঢুকতে দেখে। তাদের আচরণও ছিল সন্দেহজনক বলে দাবি করেছেন থানে পুলিশের সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর নীতিন ঠাকরে। ঠাকরের মতে, যখন হোটেলে আসার পর ওই পুরুষ ও মহিলাকে তাদের নাম ও ঠিকানা এবং শিশুটির সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তখন দু'জনেই ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেনি। পুলিশ এরপর দু'জনকেই আটক করে তাদের জেরা শুরু করে। এই জেরায় ভেঙে পড়েই একসময় তারা জানায়, শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তির কাছে ওই শিশুটিকে ১.৩৫ লক্ষ টাকায় বিক্রির জন্যই তারা এসেছে। আরও তদন্তে আটক মহিলা জানায়, আহমেদনগর জেলা থেকে মুম্বইয়ের থানেতে এসে এক ব্যক্তি শিশুটিকে বিক্রি করতে চায়। মুম্ব্রা শহরে দুই মহিলার কাছে শিশুটিকে তারা দিয়ে দেয়। বিক্রি র জন্য হাতবদল হয়ে এরপর শিশুটি তাদের কাছে আসে। ফলে কোথা থেকে শিশুটিকে আনা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও তাদের কোনও ধারণা নেই। পুলিশের একটি দল এরপর পাঁচ মহিলা সহ এক ব্যক্তিকে থানে মুম্ব্রা রেল স্টেশনের কাছ থেকে গভীর রাতে গ্রেফতার করে। শিশুটিকে থানের একটি চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।